উড়ুম্বর

(গল্পগ্রন্থ – মুখোশ ও মুখশ্রী)

স্বর্গে সবে সকাল হইয়াছে।

কালিদাস, স্বগৃহের বহির্দেশে চম্পক বৃক্ষের তলায় বসিয়া ঝিরঝিরে বাতাসে খুব মনোযোগ দিয়া পুঁথি পড়িতেছিলেন, এমন সময় অঙ্গনের ও-প্রান্ত হইতে কে বলিল—বলি কালিদাস বাড়ি আছ কি?

কালিদাস মুখ তুলিয়া দেখিলেন ভাস এদিকে আসিতেছেন। 'মেঘদূত' খানা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া কালিদাস আগাইয়া গিয়া ভাসকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন।

ভাস বৃদ্ধ ব্যক্তি, শিখা-সূত্রধারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মতো তেজোব্যঞ্জক মুখশ্রী, বড় বড় চোখ, শ্বেতশ্মশ্রু বুকের উপর পড়িয়াছে। বেশ দীর্ঘচ্ছন্দে পদবিক্ষেপ করিয়া হাঁটিবার অভ্যাস আছে। আসিতে আসিতে বলিলেন—সকালে কি করছিলে? গাছের তলায় বসে ছিলে দেখছিলাম।

কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন—আজ্ঞে, বসে বসে 'মেঘদূত' খানা একবার দেখছিলাম। কাল রাত্রে যে রকম গুমোট গিয়েছে—তাতে গাছতলায় বসলে তবুও একটু—

—নাঃ, দু'চোখের পাতা কাল বুজুতে পারিনি। স্বর্গ আর সেই স্বর্গ নেই। ক্রমেই খারাপ হয়ে আসচে। দেবরাজ উদাসীন, একবিন্দু বৃষ্টি পড়েনি আজ দশ-পনেরো দিন। তারপর, তোমার কাছে একটু এলাম বাবাজী—

কালিদাস বয়োজ্যেষ্ঠ পূজ্যপাদ কবিকে সাদরে আসন প্রদান করিয়া বলিলেন—বিশ্রাম করুন। ব্যজনী কি আনাবো?

—থাক্, দরকার হবে না। এটি চম্পক বৃক্ষ দেখচি যে!

—আজ্ঞে, নন্দনকানন থেকে দেবরাজের কর্মচারীকে বলে-কয়ে একটি চারা আনিয়েছিলাম। তবে এখনো পুষ্প-প্রসবের সময় হয়নি।

—সে কি রকম? বর্ষাকাল, সে সময় তো উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে না কি? এখন তো—

—তা নয়। এ একটু অন্যরকম। আপনি যদি আজ্ঞা করেন, আপনাকে একটি চারা দিতে পারি।

—চম্পকের চারা আপাতত আবশ্যক নেই। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে অন্য একটি কারণে। আমাকে সুবন্ধু বলছিল তোমার 'মেঘদূত'-এর নাকি বাঙ্ময়-আলেখ্য হয়েচে, মর্ত্যে নাকি কোন্ প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হচ্চে! এই হল আমার নান্দী। এখন উত্তর দাও।

—আজ্ঞে আপনার কথা যথার্থ। সুবন্ধু আপনাকে ঠিকই বলেচে। আজ ভাবছিলাম মর্ত্যে গিয়ে দেখে আসব দেব, আপনি সঙ্গে চলুন না?

—নিশ্চয় যাবো। সেই শুনেই তো আমি সকালেই এখানে এলাম। আজকাল মর্ত্যে আমাদের আর আদর নেই। সংস্কৃত ভাষাটাই ভারতবর্ষে সবাই ভুলে যাচ্চে। এখন সেখানে অন্য ভাষার চর্চা।

—আজ্ঞে বহু অর্বাচীন বালক কবির আজকাল সেখানে প্রাদুর্ভাব।

—তবুও তো তোমার কাব্য সেখানে আদৃত হয়, পঠিত হয়। আমার 'অবিমারক'-এর কথা, 'স্বপ্ন-বাসবদত্তার' কথা তো সবাই ভুলে গিয়েচে। তোমার কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্যও তো হোল। আমার নাটক কে পড়ে?

—আজকাল বাঙ্ময়-আলেখ্যর যুগ চলেচে ভারতবর্ষে। আমার উজ্জয়িনীতে পর্যন্ত দুটি বাঙ্ময়-আলেখ্যর প্রেক্ষাগৃহ। এবার যদি—

এমন সময় কবি সুবন্ধু গুন্‌গুন্ স্বরে গান করিতে করিতে দেবদারু কুঞ্জের ছায়ায় ছায়ায় এদিকে আসিতেছেন দেখা গেল। সুবন্ধু অনেক ছোট ইঁহাদের চেয়ে—দ্বাদশ শতাব্দীর লোক কালিদাস ও ভাস তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। সুবন্ধু দীর্ঘাকৃতি লোক, তাঁহারও শ্বেতশ্মশ্রু, তবে ভাসের মতো বক্ষদেশালম্বী নয়, হাতে একটা সরু যষ্টি।

ভাস বলিলেন, ওহে ছোকরা, শোনো এদিকে।তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

সুবন্ধু ভাসের সঙ্গে অত্যন্ত সমীহ করিয়া কথাবার্তা বলেন, ভাস-কালিদাসেরও পূর্বাচার্য, সুবন্ধুর মতো অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবির পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। তবে সুবন্ধু মনে মনে এই বৃদ্ধ কবির প্রতি একটু অনুকম্পার ভাবও পোষণ করেন। হয়তো সেটা তারুণ্যের স্পর্ধা।

সুবন্ধু বলিলেন—আজ্ঞে যাবো।

—এখন মর্ত্যে কোনো গোলযোগ নেই তো?

দুইজনই সুবন্ধুকে প্রশ্ন করিলেন। সুবন্ধু যে ঘুরঘুর করিয়া প্রায়ই মর্ত্যধামে যাতায়াত করেন, এ সংবাদ দুজনেই রাখেন। ভাবেন তরুণ বয়স, বুদ্ধি পরিপক্ক হইতে এখনো অনেক বিলম্ব, মর্ত্যধামের শৌখিন লীলা-বিলাসের বাসনা এখনো তাহার যায় নাই। সুবন্ধু লজ্জিত সুরে জবাব দিলেন—আজ্ঞে, মর্ত্যধামের গোলযোগ মিটবার নয়। ও লেগেই আছে। তবে তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

ভাস বলিলেন—সুবন্ধু, এখন কি রচনা করচো?

—আজ্ঞে কিছু না। আপনাদের নাম তো মর্ত্যে এখনো যথেষ্ট। আমার নামই তো লোকে ভুলে গিয়েচে। আমার 'বাসবদত্তা' এখন আর কে পড়ে!

—আমার নাটক কে পড়ে?

—ও কথা যদি আপনি বলেন তো আমাদের আশাই নেই। আপনারা ঋষি হয়ে গিয়েচেন, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র।

ভাস উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সুবন্ধু বলিয়া উঠিলেন—পূজ্যপাদ ভবভূতি এদিকে আসচেন দেখচি—

ভবভূতি অঙ্গনে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন—আমার কি সৌভাগ্য! এখানেই যে আজ দেখচি কবি সম্মেলন।

সুবন্ধু বলিলেন—কিন্তু আমার সৌভাগ্য সকলের চেয়ে বেশি। সংস্কৃত সাহিত্যের তিনজন বিখ্যাত কবি আজ এখানে মিলিত হয়েচেন। দেখে ধন্য হোলাম।

কালিদাস বলিলেন—আমিও সে কথা বলতে পারি।

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—আপনি বলতে পারেন না।

—কেন?

—আপনি দেখচেন দুজনকে। আমি দেখচি তিন দিক্‌পালকে। আমি বিখ্যাত কবি নই। আমাকে বাদ দিয়ে বিচার করবেন।

ভবভূতি বলিলেন—ওহে ছোকরা তুমি থাম তো! তোমাদের বিনয়ের কলহ এখন রাখো। আমি যে জন্যে এসেছি—কালিদাসকে বলি। আমার সময় কম। পিতৃব্য ভাস, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না?

ভাস ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—স্বচ্ছন্দে বলো বাবাজী। আমার কি অসুবিধে!

ভবভূতি কালিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—পৃথিবীতে আমি দাম্ভিক বলে গণ্য হয়েছিলাম একটি শ্লোক লিখে, এখন দেখচি আমার সেই শ্লোক আমার কাব্যের চেয়েও খ্যাতি লাভ করেচে। এখন আমার একটা কথা—শুনলাম দাদা, আপনার মেঘদূতের নাকি বাঙ্ময়—আলেখ্য হয়েচে পৃথিবীতে?

—হ্যাঁ ভাই।

—আমার 'উত্তররামচরিত' খানার ওইরকম করা যায় না? কিংবা 'মালতী-মাধব'-এর, সেইজন্যেই আপনার কাছে এলাম আজ।

কালিদাস কিছু উত্তর দিবার পূর্বেই সুবন্ধু বলিলেন—ও করে দেবো দাদা। সুধাংশু রায় নিপুণ বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্মাণকারক। সে স্বর্গে এসেচে কিছুদিন হোল, আমার সঙ্গে পরিচয় আছে। আমার বাসবদত্তা কাব্যখানার জন্যে তাকে বলেছিলাম—

ভবভূতি অধীরকণ্ঠে বলিলেন—আচ্ছা তার দেহ হাওয়া হয়ে রয়েচে—মর্ত্যধামে তার কিছু করবার ক্ষমতা আছে আজকাল? বড় অসার কথা বলো ছোকরা!

—আজ্ঞে, আমার কথা প্রণিধান করুন। আমার সঙ্গে ছিল সোঢ়ল—

—সে আবার কে?

—আজ্ঞে আপনারা সফরী মৎস্যের খবর কি রাখবেন। আমরা হোলাম কাব্য-সমুদ্রের সফরী—আপনারা অগাধ জলসঞ্চারী রুই-কাতলা—সোঢ়ল কবি ধরেচে তার কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্মাণের উদ্দেশ্যে—

—কি কাব্য?

—আজ্ঞে উদয়সুন্দরী-কথা নামে চম্পূ কাব্য—খুব নামকরা কাব্য—তবে কি আপনার কিংবা পিতৃব্য ভাসের—কিংবা কালিদাস দাদার—

—থাক, আমার কথা বাদ দাও—ওঁদের কথা বলতে পারো। সারা পৃথিবীতে মেঘদূতের নাম ব্যাপ্ত হয়েচে,অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ পড়ে একজন ম্লেচ্ছ কবি—

ভাস বলিলেন—বাদ ওই সঙ্গে আমার নামটাও দাও। একমাত্র স্নেহভাজন কালিদাসের নাম এখনো পৃথিবীতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েচে। হ্যাঁ, তুমি যে ম্লেচ্ছ কবির উল্লেখ করলে, আমিও রাখি সে সংবাদ—তার নাম—ম্লেচ্ছ নাম—বড় দুরুচ্চার্য—তার নাম—

কালিদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন—গয়থী। ছোকরা আমার সঙ্গে দেখা করে মাঝে মাঝে। আমার নাটক তার নাকি ভালো লেগেচে। যাক সে সব কথা। আজ মর্ত্যধামে আমরা যাচ্চি মেঘদূতের আলেখ্য-দর্শনে। ভবভূতি তুমিও চলো, আমরা বড় আনন্দ পাবো। তোমার শিক্ষা মর্ত্যে অমর হয়ে আছে, অযথা বিনয় কেন? আলেখ্য-দর্শনে বীজ তুমিই বপন করেছিলে তোমার অমর নাটকে। তোমার সমানধর্মা লোকেরা তোমাকে এখন চিনেচে। ঠিকই বলেছিলে, কাল নিরবধি এবং পৃথিবীও বিপুল। ধন্য তুমি।

কথা শেষ করিয়া কালিদাস ভবভূতিকে সাদর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন।

মর্ত্যধামে রাত্রিকাল উপস্থিত হইবার পূর্বেই এই দলটি যাত্রা করিলেন কবিকুঞ্জ হইতে। পথে বাণভট্টের সঙ্গে দেখা। এতগুলি কবিকে একসঙ্গে দেখিয়া বাণভট্ট বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—উপাধ্যায়গণ, আপনারা কোথায় চলেচেন? একসঙ্গে এতগুলি জ্যোতিষ্ক? এই যে সুবন্ধুও—ব্যাপার কি?

ভাস প্রবীণতম এবং এই দলের অধিনায়ক। তিনি বলিলেন—আমরা যাচ্চি কালিদাসের মেঘদূতের বাঙ্ময়-আলেখ্য দর্শনে মর্ত্যে—তোমারও তো—

বাণভট্টের পরিধানে মহার্ঘ্য পীতবর্ণের পট্টবাস, মাথার চুল সাদা হইলেও কুঞ্চিত, পারিপাট্যযুক্ত ও দীর্ঘ। তাঁহার হস্তে একটি পুষ্পগুচ্ছ, দুই কর্ণে কণিকার পুষ্পের গুঞ্জিকা, বেশ শৌখিন ধরনের লোকটি। ভাসের কথায় তাঁহার বিস্ময় যেন আরো বাড়িয়া গেল। শুধু বলিলেন—ও!

কালিদাস সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন বাণভট্টকেও।

এতক্ষণে বাণভট্ট যেন ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—না না, আমাকে ক্ষমা করবেন। তাতঃপাদ ভাসও চলেচেন দেখচি। এসব সুবন্ধুর ক্রিয়াকলাপ আমি জানি। যখন তখন মর্ত্যধামে ঘুরঘুর করে যাওয়ার ফল আর কি! আজকাল কি অতিরিক্ত আসব পান করে থাকো সুবন্ধু?

সুবন্ধু অপ্রতিভের সুরে উত্তর দিলেন—না দাদা।

—সেদিনও তো দেখলাম বাঙ্ময়-আলেখ্য প্রেক্ষাগৃহে?

—আজ্ঞে না, আপনার ভ্রম হয়েচে। ও আসব নয়, একপ্রকার বৃক্ষপত্রের ক্বাথ, দুগ্ধ ও শর্করা সহযোগে পান করা হয়। একটু আস্বাদ করে দেখছিলাম—মর্ত্যে সবাই খায়—

—মর্ত্যবাসীদের অলীক ব্যসন তোমাকে পেয়ে বসচে ক্রমে ক্রমে। আর একটি হচ্চে এই বাঙ্ময়-আলেখ্য। মর্ত্যে এর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি। সেদিন এই সুবন্ধুর পরামর্শে ওর সঙ্গে আমার 'কাদম্বরী'র বাঙ্ময়-আলেখ্য দেখতে গিয়ে হতাশ হয়ে এসেচি—

ভাস সাগ্রহে বলিলেন—কেন? কেন?

—আচার্য ভাস, আপনি প্রবীণ ও প্রাচীন, আপনাকে সেই রকম ভক্তি করি, আপনার সামনে আর সে সব কথা বলতে চাইনে। আর কথায় কথায় গীত, নাঃ, আমি তো দুঃখে আক্ষেপে চলে এলাম—সুবন্ধু সব জানে, আবার আপনাদের আজ নিয়ে যাচ্চে—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, আমি নিয়ে যাইনি দাদা। কালিদাস দাদাই আমাকে বল্লেন, উনিই আমাকে নিয়ে যাচ্চেন। বরং আপনি ওঁদের জিজ্ঞেস করুন—

কালিদাস বলিলেন—সে ঠিক। সুবন্ধু জানতো না, আমি ওকে যেতে বলেচি। দেখেই আসি কেমন হোল মেঘদূত! চল্লাম ভায়া বাণভট্ট—

রাত্রিকাল। কলিকাতার 'প্রদীপ' সিনেমাতে 'মেঘদূত' হইতেছে। ভিড় খুব। ডিমভাজা ও ঘুঘ্‌নি, চানাচুর, বাদামভাজা, আলুকাবলিওয়ালাদের পাশ কাটাইয়া কবিদল সিনেমা হলে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ছবি আরম্ভ হইল। ছবি কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কালিদাস বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—একি! এ কার মেঘদূত? আমার তো নয়—

ভাস বলিলেন—তাই তো, আমিও তাই ভাবচি।

ভবভূতি বলিলেন—শুধু নামটাই নিয়েচে।

কালিদাস ক্ষোভের সঙ্গে বলিলেন—এ এখানে বসে দেখে কি করবো! বাণভট্ট ঠিক বলেছিল। চলুন আর সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

বাহিরে আসিয়া কালিদাস বলিলেন— ওহে সুবন্ধু, তুমি সেই বৃক্ষপত্রের ক্বাথ সেবন করবে নাকি?

—আজ্ঞে না, চলুন। ও অভ্যেস নেই আমার, দৈবাৎ সেদিন একটু আস্বাদ করেছিলাম মাত্র।

এমন সময় দুটি ছোকরা যাইতে যাইতে একজন আর একজনকে বলিতেছে শোনা গেল—'মেঘদূত' কার লেখা বই হে?

অপর ছোকরা জবাব দিল—অতীন ঘোষের।

—'ভাবীকাল'?

—তা জানিনে। বই উঠেচে জানিস?

—কাল একখানা 'মেঘদূত' আর একখানা 'ভাবীকাল' খুঁজে দেখতে হবে পাওয়া যায় কিনা।

কালিদাস পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঠিক পিছনে ছোকরা দুটি। রাগে ও ক্ষোভে কালিদাস কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। ছবি দেখিয়াও এত রাগ তাঁহার হয় নাই। ভাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—শুনচেন এ অর্বাচীন বালক দুটি কি বলচে? অতীন ঘোষ নামক কোনো ব্যক্তির লেখা নাকি এই বই। বাঙ্ময়-আলেখ্যই প্রধান জিনিস, লেখকের নামটা জানবার আবশ্যক কি?

সুবন্ধু বলিলেন, এই বাঙ্ময়-আলেখ্যর নির্মাণকার হোল অতীন ঘোষ নামক কোনো লোক। ওরা অত কৌতূহলী নয় গ্রন্থকর্তা সম্বন্ধে। আলেখ্য নিয়ে আসল কথা। অতীন ঘোষকেই ভেবেচে গ্রন্থকর্তা। মহাস্থবির অশ্বঘোষের নাম করলেও কালিদাস দাদার মানটা থাকতো। তা নয়, অতীন ঘোষ!

সুবন্ধু হি-হি করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

কালিদাস রাগের সুরে বলিলেন—অত হাস্য কিসের? বৃক্ষপত্রের ক্বাথ পান না করেই এই ! চলো এখান থেকে যাই।

—বৃক্ষপত্রের ক্বাথে বিহ্বলতা আসে না দাদা, এ আসব নয়। আপনি আস্বাদ করে দেখতে পারেন।

ফিরিবার পথে ভবভূতি বলিলেন—না হে সুবন্ধু, তোমার সেই সুধাংশু রায়কে আর কোনো কথা বোলো না, আমার উত্তররামচরিতের বাঙ্ময়-আলেখ্যে কোনো প্রয়োজন নেই—

ভাস বলিলেন—আমারও 'স্বপ্ন-বাসবদত্তা' সম্বন্ধে ওই কথা—বাণভট্ট ছোকরা যথার্থ কথাই বলেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে—

কালিদাস বলিলেন—সুবন্ধু কিন্তু ওর বাসবদত্তার ঠিক আলেখ্য করাবে আপনি দেখে নেবেন—ও এখনো আসক্তি পরিত্যাগ করেনি—সেই সুধাংশু রায়কে ও ধরবে ঠিক—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—যা বলেন দাদা! আপনারা হোলেন প্রথিতযশা কবি, আপনাদের কথা আলাদা—নাম যা হবার আপনাদের হয়েই গিয়েচে—আপনাদের কি?

ইহার অপেক্ষাও বিস্ময়কর ঘটনা সেদিন কালিদাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

কালিদাস ভাসকে সঙ্গে লইয়া নিজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব চম্পক বৃক্ষের বেদিমূলে বসিয়া আছেন। ব্যাসদেব প্রবীণতম ও প্রাচীনতম কবি, তিনি কখনো আসেন না। শুধু কবি নহেন, দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়াও তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ব্যাসদেবের আকৃতি প্রাচীন ঋষিদের ন্যায়, পরিধানে কাষায় বস্ত্র, মস্তকে শুভ্র কেশভার, গভীর ও সৌম্য মুখভাব। উভয়ে সসম্ভ্রমে ব্যাসদেবের পাদ-বন্দনা করিলেন। কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন—আমার গৃহ পবিত্র হোল আপনার চরণ-স্পর্শে। আমার প্রতি কি আদেশ, তাতঃপাদ?

ব্যাসদেব আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমার মঙ্গল হোক। কালিদাস, তোমার কুশল? ভাস, তুমি ভালো আছ? বোসো, বোসো। কোথায় গিয়েছিলে? মর্ত্যধামে। ভবভূতিও সঙ্গে ছিল? ছোকরা ভালো লেখে। সেখানে কেন?

কালিদাস কারণ বলিলেন।

ব্যাসদেব বলিলেন—আমিও ঐ কারণেই এসেছিলাম, গীতার একটি বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্মাণ করিয়ে দিতে পারো? অবশ্য আমি প্রচারের দিক দিয়েই বলচি। তত্ত্ব-প্রচারের সুবিধে হবে। তোমরা তো আজকালকার ছেলে, মর্ত্যের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ আছে, আমার তা নেই। ভাস কি বলো?

ভাস বলিলেন—অনুমতি যদি করেন তো বলি, ও সব কলঙ্ককারী ব্যাপারের মধ্যে আপনি যাবেন না। বলো না হে কালিদাস সব খুলে ঘটনাটা!

পরে ব্যাসদেব শুনিয়া নীরব রহিলেন।

ভাস বলিলেন—এখন আপনি বিবেচনা করে দেখুন, আপনাকে আমি কি বলবো?

ব্যাসদেব বলিলেন—তোমার যে কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্য হয়েচে, তার নামটি কি বল্লে ? মেঘদূত? কি অবলম্বনে লেখা? কাব্যের ঘটনাটি কি?

কালিদাস লজ্জিত সুরে বলিলেন—সে আর আপনার শোনার প্রয়োজন নেই, তাতঃপাদ। সে কিছু না। ওই একটা দেশবিদেশের বর্ণনার মতো। আমাদের কথা বাদ দিন। আপনি এবেলা আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করে যান।

ব্যাসদেব থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাকে ব্রহ্মার কাছে যাইতে হইবে। বেদ সম্বন্ধে কি আলোচনা আছে। অন্য সময়ে চেষ্টা করিবেন। এখন বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

ব্যাসদেব বিদায় লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ভাস কালিদাসের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—বোঝ ব্যাপার!